ইউনিট ১

অর্থনীতি পরিচিতি
Introduction to Economics

ভূমিকা

অর্থনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হলে প্রথমেই অর্থনীতির মৌলিক ধারণাসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে। অর্থনীতি সমাজ বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ইহা এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের অসীম অভাব এবং সীমিত বা দুস্প্রাপ্য সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।

এই ইউনিটে অর্থনীতির মৌলিক ধারণাসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে–

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১.১: অসীম অভাব ও দুস্প্রাপ্যতা

পাঠ ১.২: সুযোগ ব্যয় ও উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

পাঠ ১.৩: ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতি।

পাঠ ১.১ অসীম অভাব ও দুষ্প্রাপ্যতা
Unlimited Wants and Scarcity

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- অসীম অভাব ও দুষ্প্রাপ্যতা ধারণা দুটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নির্বাচন কেন প্রয়োজনীয় তা বলতে পারবেন;
- অর্থনীতির সংজ্ঞা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

অসীম অভাব (Unlimited Wants)

মানুষকে আনন্দ বা তৃপ্তি দেয় এমন বস্তুগত অথবা অবস্তুগত দ্রব্য ও সেবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে অভাব বলে। জন্মলগ্ন থেকেই মানুষকে সীমাহীন অভাবের সম্মুখীন হতে হয়। একটি অভাব পূরণ হতে না হতেই আরেকটি অভাব দেখা যায়। মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবার অভাব পূরণ হলে আরামদায়ক দ্রব্য বা সেবার অভাব অনুভূত হয়। সেটি পূরণ হবার সাথে সাথেই বিলাস জাতীয় দ্রব্য বা সেবার অভাবের মুখোমুখি হতে হয়। এভাবে মানুষের নিরন্তর চাওয়া বা অভাবের শেষ নেই। যেমন- কোন মানুষ যখন ভাড়া বাসায় থাকে পরবর্তীতে আরাম আয়েশ বা স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিজের বাসায় থাকার আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে। সেটি পূরণ হলে মানুষের মনে উন্নতমানের গাড়ি, মূল্যবান অলংকার ও উন্নত সেবা ইত্যাদির অভাব সৃষ্টি হয়। আবার কারও কারও ক্ষেত্রে যিনি দুবেলা দুমুঠো খেতে পারছেন পরবর্তীতে তিনি উন্নত খাবার ও বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং অন্যান্য ভোগ্যদ্রব্য যেমন- টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, টেলিফোন ইত্যাদির অভাব অনুভব করেন। এভাবেই অভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এজন্যই বলা হয় অভাব অসীম।

দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন (Scarcity and Choice)

অভাব পূরণের জন্য প্রাপ্তব্য সম্পদের চেয়ে অভাব বেশী হওয়াটাই হচ্ছে দুষ্প্রাপ্যতা। অথবা, অভাবের চেয়ে সম্পদের স্বল্পতা বা অপর্যাপ্ততাকেই দুষ্প্রাপ্যতা বলে। মানুষের জীবনে অভাব সীমাহীন হলেও অভাব পূরণের জন্য সম্পদ সীমিত। এই দুষ্প্রাপ্যতা সর্বত্র। সমাজে ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবাই এ সমস্যার সম্মুখীন। কোন কোন অর্থনীতিতে কোন কোন সম্পদ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভূমি, মধ্যপ্রাচ্যে তেল, দক্ষিণ আফ্রিকায় সোনার খনি ইত্যাদি। তথাপি এসব দেশেও জনগণের সব অভাব পূরণের জন্য সম্পদ সীমিত। কারণ কেউই তার বর্তমান অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না।

যেহেতু অর্থনীতিতে সম্পদ সীমিত অর্থাৎ মানুষের অভাব পূরণের উপকরণ অসীম নয় সেহেতু মানুষ তার চাওয়ার পুরোটাই পায় না। তখনই মানুষকে নির্বাচন সমস্যায় পড়তে হয়। সাধারণত নির্বাচন বলতে বাছাই করাকে বুঝায়। মানুষের অভাব পূরণে সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা থাকায় বিভিন্ন অভাবের মধ্য থেকে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ অভাবটি বাছাই করে মানুষ তা পূরণের চেষ্টা করে। অর্থনীতিতে ইহাকে নির্বাচন বলে। নির্বাচনের ক্ষেত্রে মানুষ কোন অভাব পূরণ করতে গিয়ে বিকল্প সর্বোৎকৃষ্ট অভাব পূরণের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে। মানুষ তার সকল অভাব একসাথে পূরণ করতে পারে না।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, অসীম অভাব পূরণে সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা এবং বিভিন্ন অভাবের মধ্যে গুরুত্বের ক্রমানুসারে অভাব নির্বাচন করাই হচ্ছে অর্থনৈতিক সমস্যা।

শিক্ষার্থীর কাজ	
অর্থনীতিতে নির্বাচন কেন প্রয়োজন? যুক্তিসহ আলোচনা করুন।	

অর্থনীতি কি? (What is Economics?)

'অর্থনীতি' শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'Oikonomia' থেকে। যা দ্বারা গার্হস্থ্য ব্যবস্থাপনা বুঝায়। মূলত গার্হস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা প্রায় একই ধরনের।

একটি পরিবারকে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। পরিবারই নির্ধারণ করে পরিবারের সদস্যরা কে কি কাজ করবে। যেমন- কে রান্না করবে, কে অর্থের সংস্থান করবে, কে কাপড়-চোপড় ধৌত করবে, কে টিভি দেখবে ইত্যাদি। এসব সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সামর্থ্য, প্রচেষ্টা ও ইচ্ছা অনুযায়ী পরিবারকে দুষ্প্রাপ্য সম্পদ এদের মধ্যে বন্টন করতে হয়।

একইভাবে পরিবারের মত সমাজকেও বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সমাজকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় সমাজে কি কি কাজ হবে, কে কোন ধরনের কাজ করবে ইত্যাদি। যেমন- কে খাদ্য উৎপাদন করবে, কে কাপড় তৈরি করবে, কে কম্পিউটার সফ্টওয়্যারের কাজ করবে ইত্যাদি। এসব সিদ্ধান্তের পাশাপাশি সমাজকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় অর্থনীতিতে প্রাপ্তব্য সম্পদ কিভাবে কাজে লাগাবে এবং উৎপাদিত দ্রব্য বা সেবা কাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

অর্থনীতিতে প্রাপ্তব্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এসব সম্পদ দুষ্প্রাপ্য। আমরা আগেই জেনেছি মানুষ যা চায় তার পুরোটাই এই সীমিত সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। পরিবার যেমন তার প্রত্যেক সদস্যদের সব আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম নয়, ঠিক তেমনি সমাজও সব মানুষের চাওয়া অনুযায়ী সবচেয়ে উন্নত জীবনযাত্রার মান প্রদান করতে পারে না।

অর্থনীতি এমন একটি শাস্ত্র যেখানে সীমিত সম্পদ দ্বারা অসীম অভাব মেটানোর প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা করা হয়। অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্য সম্পদের মাধ্যমে মানুষের বিকল্প অভাব পূরণের উপায়সমূহের আলোচনা করে অর্থনীতি।

খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এল. রবিন্স এর সংজ্ঞানুযায়ী "অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করে।"

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায় বিশ্লেষণই অর্থনীতির বিষয়বস্তু।

শিক্ষার্থীর কাজ	
আপনার নিজের পাঁচটি অভাব এর কথা চিন্তা করুন। এদের সবগুলোই আপনার পক্ষে পূরণ করা কি সম্ভব? যদি না হয়, কেন না, যুক্তিসহকারে লিখুন।	

সারসংক্ষেপ

- মানুষের জীবনে অভাব সীমাহীন কিন্তু সম্পদ সীমিত। সীমিত সম্পদ ও অসীম অভাব এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টাই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।
- দুষ্প্রাপ্যতা অর্থনীতির একটি মৌলিক সমস্যা। দুষ্প্রাপ্যতার জন্য নির্বাচনের প্রয়োজন দেখা যায়। এ কারণে পরিবারের মত সমাজকেও প্রাপ্তব্য সম্পদ কাজে লাগিয়ে অভাবের গুরুত্বের ক্রমানুসারে অভাব নির্বাচন করে তা পূরণের প্রচেষ্টা করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মানুষের অভাবের ধরণ কি?

(ক) সীমিত (খ) বেশি (গ) খুবই কম (ঘ) অসীম

২। গ্রীক শব্দ 'Oikonomia' এর অর্থ কি?

(ক) অফিস ব্যবস্থাপনা (খ) গার্হস্থ্য ব্যবস্থাপনা

(গ) ব্যক্তি ব্যবস্থাপনা (ঘ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা

৩। মানুষকে কেন নির্বাচন করতে হয়?

(ক) সম্পদের প্রাচুর্যতার কারণে (খ) সব সম্পদ ভালো লাগে এ কারণে

(গ) সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে (ঘ) মানুষের সীমিত অভাবের কারণে

৪। অর্থনীতিবিদ এল রবিন্সের অর্থনীতির সংজ্ঞা থেকে যে মৌলিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়-

i. অসীম অভাব

ii. সীমিত সম্পদ

iii. সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহার

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫। অর্থনীতি প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে-

i. সীমিত সম্পদ

ii. সম্পদের প্রাপ্তি ও ব্যবহার

iii. সীমিত সম্পদ দ্বারা অসীম অভাব পূরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ১.২ সুযোগ ব্যয় ও উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা
Opportunity Cost and Production Possibility Curve

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- সুযোগ ব্যয় কি তা বলতে পারবেন;
- উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সাহায্যে নির্বাচন সমস্যাটি বর্ণনা করতে পারবেন;
- নির্বাচন সমস্যার প্রেক্ষিতে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

মূলপাঠ

আমরা পূর্বের পাঠে দেখেছি, দুষ্প্রাপ্যতা মানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সামর্থ্য-এ দুয়ের মধ্যে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করে। ইহাই হচ্ছে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা। এই পাঠে আমরা দেখব কিভাবে সুযোগ ব্যয় এবং উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দ্বারা নির্বাচন সমস্যাটি ব্যাখ্যা করা যায়।

সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost)

অর্থনীতিবিদরা সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা এবং নির্বাচনের মধ্যে সমন্বয় করার জন্য সুযোগ ব্যয় ধারণাটি ব্যবহার করে। সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে মানুষকে অবশ্যই নির্বাচন করতে হয়। যখন আমাদের অসীম অভাবের সবটুকু পূরণ হয় না তখনই বিকল্প কিছু নির্বাচন করতে হয়। অসীম অভাবের ক্ষেত্রে একটি পেতে গেলে আরেকটি ত্যাগ করতে হয়। এই ত্যাগকৃত সুযোগের পরিমাণই হচ্ছে সুযোগ ব্যয়।

অর্থনীতিবিদদের মতে, কোন জিনিসের সুযোগ ব্যয় সর্বোত্তম বিকল্প দ্রব্যটির উৎপাদন ত্যাগের ব্যয়। সাধারণভাবে বলা যায়, একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত একক উৎপাদন পাওয়ার জন্য অপর একটি দ্রব্যের উৎপাদন যা অবশ্যই ত্যাগ করতে হয়। এই ত্যাগের পরিমাণ হল সুযোগ ব্যয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন শিক্ষার্থীকে তার প্রাত্যহিক পড়াশুনা শেষ করে অবসর সময়ে সাইকেল চালানো এবং গল্পের বই পড়া- এ দুটির মধ্যে যেকোন একটিকে নির্বাচন করতে হয়। সেক্ষেত্রে যদি সে সাইকেল চালানো নির্বাচন করে তখন সাইকেল চালানোর সুযোগ ব্যয় হচ্ছে গল্পের বই পড়া।

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (Production Possibility Curve)

আমরা পূর্বেই জেনেছি, মানুষের অসীম অভাবের সবটুকু সমাজ কর্তৃক পূরণ হয় না। কারণ, সমাজে সম্পদ সীমিত। সমাজে প্রাপ্তব্য সম্পদ এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সীমিত পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করতে পারে। ইহা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা একটি সীমানার মাধ্যমে দ্রব্য বা সেবার বিভিন্ন সংমিশ্রণ দেখায় যা উৎপাদন করা যায়।

অধ্যাপক আর. জি. লিপসি (R. G. Lipsey) বলেন, "উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা হলো এমন একটি রেখা যা প্রাপ্তব্য সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন দ্রব্যের বিকল্প সমন্বয়সমূহ দেখায় যা অর্জন করা সম্ভব।" একটি সমাজ শুধুমাত্র দুটি দ্রব্য উৎপাদন করে এই অনুমিতির ভিত্তিতে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা ব্যাখ্যা করা হয়। অন্যান্য দ্রব্য বা সেবার উৎপাদন স্থির ধরা হয়। ধরি, কোন একটি দেশ দুটি দ্রব্য উৎপাদন করে যথা কৃষিজাত দ্রব্য (খাদ্যশস্য) এবং শিল্পজাত দ্রব্য (বস্ত্র)। এ

দুটি দ্রব্য উৎপাদনে বিদ্যমান সকল সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করা হয়। একটি কাল্পনিক সূচি ও চিত্রের মাধ্যমে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাটি ব্যাখ্যা করা হলো-

উৎপাদন সংমিশ্রণ	খাদ্যশস্য	বস্ত্র
A	০	১১০
C	৫০	৯০
D	৭৫	৭০
E	১০০	৪০
B	১১০	০

ছক ১.২.১: দুটি দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি

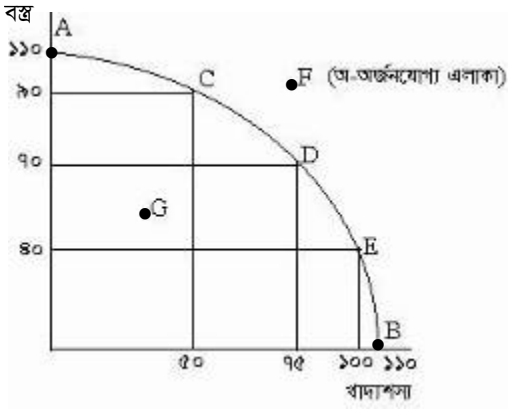

চিত্র ১.২.১ : উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

ছক ১.২.১ এবং চিত্র ১.২.১ অনুযায়ী দেশটির কাছে বিদ্যমান সকল সম্পদ যদি খাদ্যশস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, তাহলে ১১০ একক খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে বস্ত্রের উৎপাদন শূন্য হবে। ইহাকে B বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। আবার যদি সকল সম্পদ শুধুমাত্র বস্ত্র উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাহলে ১১০ একক বস্ত্র এবং ০ একক খাদ্যশস্য উৎপাদন করা যাবে। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার শেষ সীমানা বা প্রান্ত দ্রব্য দুটির চূড়ান্ত উৎপাদনকে নির্দেশ করে। এখানে ১১০ একক খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য ১১০ একক বস্ত্র উৎপাদন ত্যাগ করতে হয়। এক্ষেত্রে ১১০ একক খাদ্যশস্যের সুযোগ ব্যয় ১১০ একক বস্ত্র এবং একইভাবে ১১০ একক বস্ত্রের সুযোগ ব্যয় ১১০ একক খাদ্যশস্য। দেশটির সকল সম্পদ খাদ্যশস্য ও বস্ত্র উৎপাদনে ব্যবহৃত হলে উৎপাদনের বিভিন্ন সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। চিত্রে C বিন্দুতে ৫০ একক খাদ্যশস্য ও ৯০ একক বস্ত্র এবং D বিন্দুতে ৭৫ একক খাদ্যশস্য ও ৭০ একক বস্ত্র উৎপাদিত হয় এবং E বিন্দুতে ১০০ একক খাদ্যশস্য ও ৪০ একক বস্ত্র উৎপাদিত হয়। C থেকে D বিন্দুতে অতিরিক্ত (৭৫-৫০) =২৫ একক খাদ্যশস্য উৎপাদনে (৯০-৭০) =২০ একক বস্ত্র উৎপাদন ত্যাগ করতে হয় অর্থাৎ D বিন্দুতে, ২৫ একক খাদ্যশস্য উৎপাদনের সুযোগ ব্যয় ২০ একক বস্ত্র উৎপাদন। একইভাবে D থেকে E বিন্দুতে ২৫ একক অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের সুযোগ ব্যয় ৩০ একক বস্ত্র উৎপাদন। এখন A, C, D, E ও B বিন্দুগুলো যোগ করে AB উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা পাওয়া যায়।

অন্যদিকে, দেশটিতে বিদ্যমান সকল সম্পদ ব্যবহার করে F বিন্দুতে পৌঁছানো সম্ভব নয়। কারণ F বিন্দু অর্থনীতিতে প্রাপ্তব্য সম্পদের সীমানার বাইরে। সুতরাং উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বাইরে F বিন্দু অ-অর্জনযোগ্য এলাকায় অবস্থিত। আবার, উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার নিচে G বিন্দু অদক্ষ উৎপাদনকে নির্দেশ করে। কারণ এ বিন্দুতে অর্থনীতির সকল সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না।

সীমিত সম্পদ ও অসীম অভাবের কারণে সৃষ্ট নির্বাচন সমস্যাটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। কোন দেশ বা সমাজের ক্ষেত্রে সীমিত সম্পদ দ্বারা সব অভাব বা চাওয়া পূরণ করা সম্ভব হয় না। আবার অসীম অভাবের মধ্যে সব অভাব সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ কারণে গুরুত্ব অনুযায়ী কিছু অভাবকে নির্বাচন করতে হয়। দেশ বা সমাজভেদে অভাব নির্বাচনের বিষয়টি ভিন্নতর হতে পারে। যেমন একটি দেশের কাছে অতিরিক্ত সম্পদের সংস্থান হলে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন গুরুত্ব পাবে। আবার আরেকটি দেশের ক্ষেত্রে ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদন গুরুত্ব পেতে পারে।

চিত্র ১.২.১ অনুযায়ী একটি দেশের সম্পূর্ণ সম্পদ ব্যবহার করলে খাদ্যশস্যের ১১০ একক উৎপাদন করতে পারে। অথবা বস্ত্রের ১১০ একক উৎপাদন করে এ দুটি দ্রব্যের অভাব পূরণ করতে পারে। কিন্তু ঐ দেশের যদি দুটি দ্রব্যের প্রয়োজন থাকে তাহলে সীমিত সম্পদের কারণে ঐ দেশের কোন দ্রব্যটি তার কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ তা নির্বাচন করতে হবে। বস্ত্রের চেয়ে খাদ্যশস্যের অভাব বা গুরুত্ব বেশি হলে চিত্রানুযায়ী ১০০ একক খাদ্যশস্য ও ৪০ একক বস্ত্র উৎপাদন করবে। অর্থাৎ সে দেশ E বিন্দু নির্বাচন করবে। বিপরীতক্রমে খাদ্যশস্যের চেয়ে বস্ত্রের অভাব বেশি হলে C বিন্দুতে ৯০ একক বস্ত্র ও

৫০ একক খাদ্যশস্য উৎপাদন করবে। অর্থাৎ দেশটিকে দুটি দ্রব্যের তুলনামূলক গুরুত্ব বিচার করতে হবে। অভাবের নির্বাচন সমস্যার সমাধান করতে হবে। এভাবে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার মাধ্যমে সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব থেকে সৃষ্ট নির্বাচন সমস্যাটি ব্যাখ্যা করা যায়।

মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা (Basic Economic Problem)

দুষ্প্রাপ্যতা এবং সুযোগ ব্যয় এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারনা একটি অর্থনীতি কিভাবে কাজ করে তা বুঝতে সাহায্য করে। সীমিত সম্পদ ও অসীম অভাবের কারণে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ অভাবগুলো নির্বাচন করে আগে পূরণের চেষ্টা করে। সুতরাং সীমাহীন অভাব এবং সীমিত সম্পদের মধ্যে ভারসাম্যহীনতার কারণে মানব সমাজে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়। যে কারণে নিম্নোক্ত তিনটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়-

(১) কি উৎপাদন করা হবে এবং কি পরিমাণ উৎপাদিত হবে? একটি উৎপাদনক্ষম অর্থনীতি সমাজে বসবাসরত সব মানুষের জন্য সবকিছু উৎপাদন করতে পারে না। অর্থনীতিতে প্রাপ্তব্য সীমিত সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে কি কি দ্রব্য বা সেবা কি পরিমাণ উৎপাদিত হবে সমাজ কর্তৃক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, অর্থনীতিতে শার্ট তৈরি হবে নাকি ধান উৎপাদিত হবে? অথবা প্রাপ্তব্য সম্পদ ব্যবহরের মাধ্যমে দুটি দ্রব্যের সংমিশ্রণ কি উৎপাদিত হবে? যা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। অথবা গুণগত মানের শার্ট নাকি সস্তা দামের বেশি শার্ট তৈরি হবে? ভোগ্য দ্রব্য (যেমন- পাউরুটি) তৈরি হবে নাকি অল্প পরিমাণ ভোগ দ্রব্য এবং বেশি পরিমাণ শিল্পজাত দ্রব্য (যেমন- যন্ত্রপাতি) উৎপাদিত হবে? সেজন্য অভাবের গুরুত্ব ও সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী নির্বাচনের মাধ্যমে স্থির করতে হয় কোন কোন দ্রব্য কি পরিমাণে উৎপাদন করা দরকার।

(২) কিভাবে উৎপাদন করা হবে? অর্থনীতিতে কোন একটি লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য একের অধিক বিকল্প উপায় থাকে। এক্ষেত্রে সমাজকেই নির্ধারণ করতে হয় কি পরিমাণ সম্পদ কাজে লাগিয়ে উৎপাদন করবে এবং কি ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। উদাহরণস্বরূপ কে ফার্মে উৎপাদন করবে অথবা কে শিক্ষা প্রসারের কাজে নিযুক্ত থাকবে? বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য বা সেবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করবে নাকি সরকার অথবা মুনাফা বিহীন প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করবে? শিল্প কারখানার কাজে বেশী শ্রম ও কম মূলধন ব্যবহৃত হবে নাকি কম শ্রম ও বেশী মূলধন ব্যবহৃত হবে? অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সমাজকেই সিদ্ধান্ত নিতে হয় কি উপায়ে উৎপাদন কাজ পরিচালিত হবে।

(৩) কার জন্য উৎপাদন করা হবে? অর্থনৈতিক কার্যকলাপের চূড়ান্ত ফল জনগণের কোন অংশ ভোগ করবে তা নির্ধারণ করতে হবে। জাতীয় উৎপাদন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কিভাবে বণ্টন করা হবে? সমাজের অধিকাংশ জনগণ ধনী না গরিব? ধনী জনগোষ্ঠীর কাছে সম্পদের বেশিরভাগ কি চলে যায়? সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে কি ধরনের নিয়ম অনুসরণ করা হবে? সমাজকেই এ সকল সিদ্ধান্ত পরিচালনা করতে হয়। সুষম বণ্টন নির্ভর করে সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের উপর। সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে সমাজের সর্বোচ্চ কল্যাণ করা সম্ভব।

শিক্ষার্থীর কাজ	
একজন শিক্ষার্থী ঢাকার একটি বিনোদন পার্কে সব রাইডের ফ্রী টিকেট পেল। শিক্ষার্থীটি একদিন স্কুলে না গিয়ে ঐ বিনোদন পার্কে গিয়ে সব রাইড ফ্রী উপভোগ করল। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীটির সব রাইড ফ্রী উপভোগ করার সুযোগ ব্যয় কি?	

সারসংক্ষেপ

- সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত একক পাওয়ার জন্য অপর একটি দ্রব্যের যে পরিমাণ অবশ্যই ত্যাগ করতে হয় তা হচ্ছে সুযোগ ব্যয়।
- অন্যান্য দ্রব্যের উৎপাদন অপরিবর্তিত রেখে অর্থনীতিতে প্রাপ্তব্য সম্পদ ও বিদ্যমান প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দ্বারা দুটি দ্রব্যের বিভিন্ন উৎপাদন সংমিশ্রণ দেখানো হয়।
- সীমিত সম্পদ ও অসীম অভাবের কারণে তিনটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়। সেগুলো হচ্ছে (১) কি উৎপাদন করা হবে? (২) কিভাবে উৎপাদন করা হবে? (৩) কার জন্য উৎপাদন করা হবে?

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'কি', 'কিভাবে' এবং 'কার জন্য' উৎপাদন করা হবে-এগুলো কোন ধরনের সমস্যা?

(ক) উৎপাদনগত সমস্যা (খ) মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা
(গ) বিনিময়গত সমস্যা (ঘ) বণ্টনগত সমস্যা

২। সুযোগ ব্যয় হচ্ছে-

i. অবসর সময়ে টিভি না দেখে গল্পের বই পড়া
ii. বিকেলে মাঠে খেলতে না গিয়ে বন্ধুর সাথে আড্ডা দেয়া
iii. একই সঙ্গে স্কুলে যাওয়া এবং মাঠে সাইকেল চালানো

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দ্বারা প্রকাশ পায়-

i. দুটি দ্রব্যের দামের অনুপাত
ii. নির্দিষ্ট সম্পদের মাধ্যমে দুটি দ্রব্য উৎপাদনের বিভিন্ন সংমিশ্রণ
iii. প্রাপ্তব্য সম্পদের সীমানার বাইরে উৎপাদন সম্ভব নয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

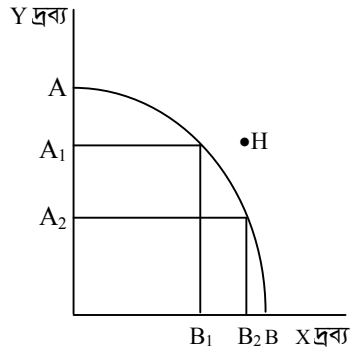

৪। চিত্রে AB রেখাটি হচ্ছে-

(ক) যোগান রেখা (খ) প্রান্তিক উপযোগ রেখা
(গ) বাজেট রেখা (ঘ) উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

৫। উদ্দীপকের H বিন্দু কি নির্দেশ করে?

(ক) অপূর্ণ নিয়োগ ও অধিক উৎপাদন (খ) পূর্ণনিয়োগ ও অধিক উৎপাদন

(গ) সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও অঅর্জনযোগ্য উৎপাদন (ঘ) অপূর্ণ নিয়োগ ও স্বল্প উৎপাদন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মানুষের জীবনে অভাব সীমাহীন এবং সম্পদ সীমিত। একটি অভাব পূরণ হতে না হতেই আরেকটি অভাব দেখা দেয়। সব অভাব সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বের ক্রমানুসারে অভাব নির্বাচন করতে হয়। এ কারণে একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত একক পাওয়ার জন্য অপর একটি দ্রব্য ত্যাগ করতে হয়।

৬। অর্থনীতিতে নির্বাচন সমস্যার উদ্ভব হয় যখন-

i. অসীম অভাব ও সীমাহীন সম্পদ থাকে

ii. সীমিত সম্পদ ও অসীম অভাব থাকে

iii. সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭। সর্বোত্তম বিকল্প দ্রব্যটি ত্যাগের ব্যয় হচ্ছে-

(ক) প্রান্তিক ব্যয় (খ) মোট ব্যয় (গ) সুযোগ ব্যয় (ঘ) গড় ব্যয়

পাঠ ১.৩ ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতি
Microeconomics and Macroeconomics

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতি বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

অর্থনীতি বিষয় বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। বিভিন্ন শাখা অর্থনীতি বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। অর্থনীতি বিষয়ের প্রধান দুটি শাখা হলো: (১) ব্যষ্টিক অর্থনীতি (২) সমষ্টিক অর্থনীতি।

ব্যষ্টিক অর্থনীতি (Microeconomics)

Micro শব্দটির বাংলা হলো ব্যষ্টিক। Micro শব্দটি গ্রীক শব্দ Mikros থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো ক্ষুদ্র। ব্যষ্টিক অর্থনীতির পরিধি ক্ষুদ্র। অর্থনীতির যে শাখায় ব্যক্তি, পরিবার বা ফার্মের সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং এসব আচরণ বা সিদ্ধান্ত কিভাবে বাজারে মিথষ্ক্রিয়া ঘটায় তা দেখায়, সেই শাখাকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলে। ব্যষ্টিক অর্থনীতি ব্যক্তি বা ফার্মের উৎপাদন, ভোগ, দাম, মূল্য, মজুরি ইত্যাদি চলকসমূহ আলোচিত হয়। ব্যষ্টিক অর্থনীতি পরিবার বা ফার্মের স্বতন্ত্র সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দেয়। যেমন- কোন ফার্ম বা ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্য বা সেবার দাম এবং ঐ ফার্মে নিয়োজিত শ্রমিকদের মজুরি কিভাবে নির্ধারিত হবে তা ব্যষ্টিক অর্থনীতি আলোচনা করে।

সমষ্টিক অর্থনীতি (Macroeconomics)

সমষ্টিক বা ইংরেজি শব্দ Macro এর অর্থ বৃহৎ বা সামগ্রিক। যা গ্রীক শব্দ Makros থেকে এসেছে। সমষ্টিক অর্থনীতি সমগ্র অর্থনীতি তথা জাতীয় ও বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করে। যেমন কিভাবে অর্থনীতির সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি উঠানামা করে সমষ্টিক অর্থনীতি তা আলোচনা করে। সমষ্টিক অর্থনীতি অর্থনৈতিক চলকগুলোকে সার্বিক অর্থনীতির আলোকে বিশ্লেষণ করে। সমষ্টিক অর্থনীতিতে জাতীয় আয়, ভোগস্তর, মূল্যস্তর, মজুরি স্তর, বেকারত্বের হার, মূল্যস্ফীতি, নিয়োগস্তর, বাজেট ইত্যাদি চলকসমূহ আলোচিত হয়।

যেমন- সরকারি বাজেট বা কর জনগণের আয় কিংবা দামস্তরকে কিভাবে প্রভাবিত করে তা সমষ্টিক অর্থনীতিতে আলোচিত হয়। অর্থাৎ সমষ্টিক অর্থনীতি সমগ্র অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করে।

ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য (Differences Between Microeconomics & Macroeconomics)

ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো-

পার্থক্যের বিষয়	ব্যষ্টিক অর্থনীতি	সমষ্টিক অর্থনীতি
সংজ্ঞা	অর্থনীতির যে শাখায় একক বা স্বতন্ত্র ব্যক্তি, পরিবার ও ফার্মের আচরণ বিশ্লেষণ করা হয় তা হচ্ছে ব্যষ্টিক অর্থনীতি।	অর্থনীতির যে শাখায় সমগ্র অর্থনীতির (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) আচরণ বিশ্লেষণ করা হয় তা হচ্ছে সমষ্টিক অর্থনীতি।
পরিধি	অর্থনীতির এক একটি নির্দিষ্ট অংশ ব্যষ্টিক অর্থনীতির আওতার মধ্যে পড়ে।	সমগ্র অর্থনীতি সমষ্টিক অর্থনীতির আওতাভুক্ত।
গুরুত্ব	ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে অর্থনীতির চলকসমূহ নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ পরিধির আলোকে বিশ্লেষণ করা হয় যথা: উৎপাদনের উপকরণসমূহ (ভূমি, শ্রম, মূলধন, সংগঠন) এর দাম, কোন ব্যক্তি বা ফার্মের উৎপাদন ইত্যাদি।	সমষ্টিক অর্থনীতিতে সমগ্র অর্থনীতির আলোকে চলকসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়। যথা: নিয়োগস্তর, দামস্তর, দারিদ্র্যতা, মূল্যস্ফীতি, সরকারের অর্থ সংক্রান্ত নীতি ইত্যাদি।
অর্থনৈতিক অবস্থা	ব্যষ্টিক অর্থনীতির মাধ্যমে একটি দেশের পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না।	সমষ্টিক অর্থনীতির দ্বারা একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির অবস্থা জানা যায়।

সবশেষে বলা যায় যে, ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এরা পস্পরবিরোধী নয়, বরং পরস্পরের পরিপূরক। ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতি একই মুদ্রার দুটি পিঠ।

শিক্ষার্থীর কাজ

নিচের বিষয়গুলো কোনটি ব্যষ্টিক অর্থনীতি এবং কোনটি সমষ্টিক অর্থনীতির আওতাভুক্ত লিখুন:

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সামগ্রিক সঞ্চয়ের প্রভাব।

খ. একটি কম্পিউটার ফার্ম তার প্রতিষ্ঠানে কতজন লোক নিয়োগ করবে সে সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত।

গ. একটি পরিবার তার অর্জিত আয়ের কতটুকু ব্যয় করবে সে সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত।

ঘ. একটি দেশের আমদানির উপর সরকারি করের প্রভাব।

সারসংক্ষেপ

- ব্যষ্টিক অর্থনীতির পরিধি ক্ষুদ্র এবং সমষ্টিক অর্থনীতির পরিধি সামগ্রিক।
- ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে একক ব্যক্তি, পরিবার, ফার্ম, বাজার ইত্যাদির আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়। অন্যদিকে সমষ্টিক অর্থনীতিতে সমগ্র অর্থনীতির (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়।
- ব্যক্তি, পরিবার বা ফার্মের উৎপাদন, ভোগ, দাম, মজুরি ইত্যাদি চলকসমূহ ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে আলোচিত হয়। অন্যদিকে জাতীয় উৎপাদন, দামস্তর, নিয়োগস্তর, বিনিয়োগ স্তর, সরকারি আয়-ব্যয়, ইত্যাদি চলকসমূহ সমষ্টিক অর্থনীতিতে আলোচিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সমষ্টিক অর্থনীতিতে নিচের কোনটি গুরুত্ব দেয়া হয়?

(ক) সমগ্র অর্থনীতি (খ) ফার্ম

(গ) পরিবার (ঘ) শিল্প

২। ব্যষ্টিক অর্থনীতি নিম্নোক্ত প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে-

i. ফার্মের আয় ও নিয়োগ

ii. পরিবারের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত

iii. দেশের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। অর্থনীতি একটি গতিশীল বিষয়। সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই মানুষকে অসীম অভাব পূরণ করতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সীমত সম্পদের মাধ্যমে সীমাহীন অভাব পূরণ করতে গিয়ে মানুষকে নির্বাচন সমস্যার সমাধান করতে হয়। এই সীমাহীন অভাব এবং সম্পদের দুস্প্রাপ্যতার মধ্যে ভারসাম্যহীনতার কারণে সমাজে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়।

(ক) সম্পদের দুস্প্রাপ্যতা কি?

(খ) অর্থনীতিতে সকল অভাব একসাথে পূরণ সম্ভব নয় কেন?

(গ) নির্বাচন কেন প্রয়োজন?

(ঘ) অর্থনীতিতে কি, কিভাবে এবং কার জন্য এই প্রশ্ন তিনটির উদ্ভব কিভাবে ঘটে- ব্যাখ্যা করুন।

২। নির্দিষ্ট সম্পদের অধীনে একজন উৎপাদকের 'X' ও 'Y' দ্রব্য উৎপাদনের বিভিন্ন সংমিশ্রণ নিচের ছকে দেয়া হল:

সংমিশ্রণ	X দ্রব্য (একক)	Y দ্রব্য (একক)
A	০	৬০০
B	১০০	৫০০
C	২০০	৩০০
D	৩০০	০

(ক) উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কাকে বলে?

(খ) উদ্দীপকের ভিত্তিতে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অংকন করুন।

(গ) চিত্রে B ও C বিন্দুতে X দ্রব্য উৎপাদনের সুযোগ ব্যয় পরিমাপ করে সুযোগ ব্যয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) (X = ১০০, Y = ৪০০) সংমিশ্রণটিতে উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে কি ঘটবে? আপনার মতামত লিখুন।

৩। সরকার প্রতিবছর জুন/জুলাই মাসে আগামী এক বছরের সরকারের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের একটি বিবরণ জনগণের সামনে তুলে ধরেন। ইহাতে পরবর্তী এক বছরের জন্য গৃহীত বা প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিবরণ, কর্মকান্ড বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগানের উৎস এবং ব্যয়ের খাতসমূহের উল্লেখ থাকে।

(ক) অর্থনীতির কোন শাখায় সরকারি বাজেটের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হবে?

(খ) সমষ্টিক অর্থনীতি বলতে কি বোঝায়?

(গ) ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য কি?

(ঘ) সরকারি বাজেট সামগ্রিক অর্থনীতিতে কি প্রভাব ফেলে নিজের ভাষায় লিখুন।

উত্তরমালা

পাঠ ১.১:	১। ঘ	২। খ	৩। গ	৪। ঘ	৫। গ			
পাঠ ১.২:	১। খ	২। ক	৩। খ	৪। ঘ	৫। গ	৬। খ	৭। গ	
পাঠ ১.৩:	১। ক	২। ক						